তিস্তা নদীর পানি ব্যবহার : জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক নদী কনভেশন ১৯৯৭-এর প্রাসঙ্গিকতা

ম. ইনামুল হক

মোদী সরকার ক্ষমতাগ্রহণের পর ভারতের বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ বাংলাদেশ সফর করেছেন। ২৫-২৭ জুন তাঁর এই সফরের সময় অন্যান্য বিষয়ের সাথে তিস্তা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির প্রসঙ্গ আসে। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, তিস্তা নদীর পানি বণ্টন নিয়ে তাঁরা অভ্যন্তরীণ ঐকমত্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন (প্রথম আলো, ২৯-০৬-১৪)। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১১ মে ২০১৪ বাংলাদেশ সচিবালয়ে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেছিলেন। ঐ বৈঠকে তিনি বলেছিলেন, তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তির সবকিছু চূড়ান্ত ছিল, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তিতে তা স্বাক্ষরিত হয়নি। তিনি আরো বলেন, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার চুক্তিটি স্বাক্ষর করতে খুবই আন্তরিক ছিল; ভারতের সাথে তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তি বিষয়ে সরকার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে (প্রথম আলো, ১২ মে ২০১৪)। প্রধানমন্ত্রীর কথা অনুযায়ী ভারতে মোদি সরকারের বেলায়ও বাংলাদেশের এই চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু বিগত সেপ্টেম্বর ২০১১ তিস্তা নিয়ে যে চুক্তিটি সই হতে যাচ্ছিল, সেই চুক্তির বিষয়গুলো নিয়ে নানা রহস্য সৃষ্টি হয়ে আছে। মমতা ব্যানার্জি ঐ চুক্তিকে 'লোক দেখানো' বলেছিলেন, এবং চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে সম্মত হননি। মমতা নাকি এখন ঐ চুক্তি করার ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন (কালের কণ্ঠ, ২৯.০৬.১৪)। ঐ চুক্তিটির ব্যাপারে মিডিয়ায় কয়েকটি ভাষ্য প্রকাশিত হয়েছিল, কোনটি যে সঠিক নিশ্চিত করে বলা যায় না। আমাদের উদ্বেগ এই কারণে যে, ২০১১ সালের পর শীতকালে গজলডোবা ব্যারাজের ভাটিতে কোনো পানিই আর ছাড়া হচ্ছে না; বাংলাদেশের তিস্তা ব্যারাজ পর্যন্ত ৭০ কিলোমিটার পথে কেবলমাত্র বালির তলা থেকে কিছু প্রবাহ বেরিয়ে আসছে এবং আশেপাশের কিছু ছোট ছোট উপনদীর প্রবাহ তাতে যোগ দিচ্ছে।

তিস্তা একটি আন্তর্জাতিক নদী, তাই জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক নদী কনভেনশন ১৯৯৭ অনুযায়ী এই নদীর পানি ব্যবহারের বেলায় অববাহিকার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর কিছু নিয়ম মেনে চলার ব্যাপার আছে। নৌ চলাচল ব্যতীত আন্তর্জাতিক নদীসমূহের পানি ব্যবহার বিষয়ক এই কনভেনশনটি জাতিসংঘের সাধারণ সভায় ২১ মে ১৯৯৭ পাস হয়। পক্ষে পড়ে ১০৩ ভোট, বিপক্ষে ৩, বিরত থাকে ২৭ এবং ৩৪ অনুপস্থিত। বাংলাদেশ এর পক্ষে ভোট দেয়; চীন, তুরস্ক ও বুরুন্ডি দেয় বিপক্ষে; পাকিস্তান ও ভারত বিরত থাকে। সাধারণ সভায় পাসের পর কনভেনশনটি সদস্য দেশগুলোর স্বাক্ষরের জন্য ২১ মে ২০০০ পর্যন্ত এবং ratification, acceptance, approval or accession-এর জন্য অনির্দিষ্টকালের কালের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। কনভেনশনটির ৩৬ ধারা অনুযায়ী এটি একটি আন্তর্জাতিক আইনে পরিণত করতে ৩৫টি দেশের ratification, acceptance, approval or accession প্রয়োজন ছিল। ভিয়েতনাম গত ১৯ মে ২০১৪ এই কনভেনশনটিতে accede করায় ৩৫টি দেশ ইতোমধ্যে হয়ে গেছে, তাই পরবর্তী ৯০তম দিনে এটি আন্তর্জাতিক আইনে পরিণত হবে। বাংলাদেশ জাতিসংঘ সাধারণ সভায় ভোট দিলেও এখনো পরবর্তী কাজটি করেনি।

কনভেনশনটির ৩৬ ধারা অনুযায়ী এটি একটি আন্তর্জাতিক আইনে পরিণত করতে ৩৫টি দেশের ratification, acceptance, approval or accession প্রয়োজন ছিল। ভিয়েতনাম গত ১৯ মে ২০১৪ এই কনভেনশনটিতে accede করায় ৩৫টি দেশ ইতোমধ্যে হয়ে গেছে, তাই পরবর্তী ৯০তম দিনে এটি আন্তর্জাতিক আইনে পরিণত হবে। বাংলাদেশ জাতিসংঘ সাধারণ সভায় ভোট দিলেও এখনো পরবর্তী কাজটি করেনি।

তিস্তা নদীর পানি ব্যবহারের বেলায় জাতিসংঘের ১৯৯৭ সালের কনভেনশনটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এই কনভেনশনে 'অববাহিকা', 'পানির অধিকার', 'ন্যায্যতার সাথে পানি ব্যবহার', 'অববাহিকার অন্তর্ভুক্ত দেশের ক্ষতি ও ক্ষতিপূরণ', 'পানি ব্যবহার নিয়ে বিরোধ', 'আন্তর্জাতিক আদালত', 'পরিবেশ রক্ষা' ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। উল্লেখ্য, এই কনভেনশনে পানি প্রত্যাহার, পানি সরানো, পানি সংযোগ, পানি বণ্টন, পানি জমানো বিষয়ক Withdrawal, Divert, Transfer, Distribute, Storage ইত্যাদি কোনো কথা নেই। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে গঙ্গার পানিচুক্তি পানি প্রত্যাহার বা পানি সরানো বিষয়ক, যা এই কনভেনশন অনুযায়ী সিদ্ধ নয়। কারণ ঐ চুক্তির ফলে গঙ্গা অববাহিকায় বাংলাদেশের জনজীবন, প্রকৃতি ও অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত হয়েছে। তিস্তার পানিচুক্তির বেলায়ও তা-ই হতে চলেছে ধারণা করা যায়। তাই আমরা এখানে জাতিসংঘের ১৯৯৭ সালের নদী বিষয়ক কনভেনশনটির কিছু ধারা তুলে ধরব, যেগুলো তিস্তা ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক নদীর পানি ব্যবহার বিষয়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক নদী কনভেনশন ১৯৯৭-এর ধারা ২ বলছে, 'a) "Watercourse" means a system of surface waters and ground waters constituting by virtue of their physical relationship a unitary whole and normally flowing into a common terminus; b) "International watercourse" means a watercourse, parts of which are situated in different States...' তিস্তা নদী বাংলাদেশ ও ভারতের ৫৪টি অভিন্ন নদীর মধ্যে তালিকাভুক্ত একটি আন্তর্জাতিক নদী (watercourse)। ভূগর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থিত জলপ্রবাহ নিয়ে এর অববাহিকার পরিমাণ

প্রায় ৩০,০০০ বর্গকিলোমিটার, যার মধ্যে ভারতে ১০,০০০ বর্গকিলোমিটার ও বাংলাদেশে ২০,০০০ বর্গকিলোমিটার। উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র এলাকা এই অববাহিকার মধ্যে পড়ে (Teesta Fan) যার ভূগর্ভস্থ জল এই নদীর দ্বারা বাৎসরিকভাবে পূরণ হয়।

কনভেনশনটির ৫ ধারা বলছে, '1. Watercourse States shall in their respective territories utilize an international watercourse in an equitable and reasonable manner. In particular, an international watercourse shall be used and developed by watercourse States with a view to attaining optimal and sustainable utilization thereof and benefits there-from, taking into account the interests of the watercourse States concerned, consistent with adequate protection of the watercourse.' এভাবে এই কনভেনশন একটি নদীর অববাহিকার দেশগুলোকে ন্যায্যতা ও যৌক্তিকতার ভিত্তিতে পানি ব্যবহারের সুযোগ দেয়। তবে ঐ ধরনের পানি ব্যবহারের সময় অববাহিকার অন্তর্ভুক্ত সকল দেশের স্বার্থ রক্ষা এবং নদীকেও রক্ষা করার বিষয়টি বিবেচ্য হবে। উল্লেখ্য, তিস্তা নদীর পানি বণ্টন আলোচনায় নদীকে রক্ষা করার জন্য এর ন্যূনতম প্রবাহ অব্যাহত রাখার কথা বলা হয়। এই কনভেনশন কোনো দেশের পানি ব্যবহারের ফলে অন্য দেশের যাতে ক্ষতি না হয়, সেই উদ্দেশ্যে ধারা ৭.১-এ বলছে, '1. Watercourse States shall, in utilizing an international watercourse in their territories, take all appropriate measures to prevent the causing of significant harm to other watercourse States.' কনভেনশন এই ধারাটির মাধ্যমে নদীর ঐতিহাসিক প্রবাহের উপর সমগ্র অববাহিকার নির্ভরশীল মানুষের ঐতিহাসিক অধিকার স্থাপন করেছে।

আমরা অনেক সময় আন্তর্জাতিক নদীর পানি বণ্টন নিয়ে Indus Waters Treaty-এর প্রসঙ্গ টানি। দক্ষিণ এশিয়া ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি রাষ্ট্রে ভাগ হয়ে গেলে দ্বিধাবিভক্ত পাঞ্জাবের আন্তর্জাতিক নদীগুলোর পানি ব্যবহার নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়। বিশ্বব্যাংকের মধ্যস্থতায় ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬০ করাচিতে ভারত ও পাকিস্তানের সরকার প্রধানরা সিন্ধু অববাহিকার নদীগুলোর পানি ব্যবহার নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি অনুযায়ী পাঞ্জাবে রাভি, সাটলেজ ও বিয়াস নদীর পুরো প্রবাহ ভারতে এবং সিন্ধু, ঝেলাম ও চেনাব নদীর পুরো প্রবাহ পাকিস্তানে ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়। চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তানের উপর ১০ বছরের বিশেষ ছাড় দেয়া হয়। এই সময়সীমা পার হয়ে গেলে ভারত তার অংশের নদীগুলোর পথ সম্পূর্ণভাবে ঘুরিয়ে দিয়ে রাজস্থানের পথে চালান করে দেয় এবং বিশাল সেচ এলাকা গড়ে তোলে। ঐ চুক্তি প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল, তাই ১৯৯৭ সালের কনভেনশন সম্মত নয়। Indus Waters Treaty সম্পাদনের পর ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালে ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তবে তারা পানি বিষয়ক চুক্তি ভঙ্গ করেনি। ১৯৯৭ সালের কনভেনশনও দুই দেশের স্বাক্ষরিত চুক্তিতে বাধা দেয় না।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টির পর বাংলাদেশের ৫৪টি নদী ভারতের সাথে অভিন্ন হিসেবে চিহ্নিত হয়। ভারত ষাটের দশকে গঙ্গা নদীতে ফারাক্কার উপর যে ব্যারাজ নির্মাণ শুরু করে তা ১৯৭৪ সালে চালু করে এবং একটি সংযোগ খালের মাধ্যমে ৪০,০০০ কিউসেক পানি হুগলি নদীতে প্রত্যাহার করতে শুরু করে। এর ফলে হঠাৎ করে বাংলাদেশ অংশে গঙ্গার পানি কমে যায়; ফলে গঙ্গার পানি ভাগাভাগি নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ১৯৭৫ সালের অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তিতে বাংলাদেশের দিকে ন্যূনতম ৪৪,০০০ কিউসেক পানি ছাড়ার গ্যারান্টি ছিল। ১৯৭৭ সালে যখন প্রথম চুক্তি হয় তখন ঐ পানির পরিমাণ ৩৪,৫০০ কিউসেকে নেমে আসে। পাঁচ বছর মেয়াদি ঐ চুক্তির সময় উত্তীর্ণ হলে ভারত ইচ্ছামাফিক পানি ছাড়তে থাকে, ফলে একসময় গঙ্গা নদীর প্রবাহ বাংলাদেশ অংশে ১০,০০০ কিউসেকে নেমে আসে। ১৯৯৬ সালে ভারতের সাথে ৩০ বছর মেয়াদি দ্বিতীয় গঙ্গা পানি বণ্টন চুক্তি হয়। এই চুক্তিতে ন্যূনতম ২৭,৬৩৩ কিউসেক পানির দেবার কথা আছে, তবে কোনো গ্যারান্টি নেই। এই চুক্তির নবম ধারায় অন্যের ক্ষতি না করে এবং ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে অভিন্ন নদীগুলোর পানি বণ্টন চুক্তি করার প্রতিশ্রুতি দেয়া আছে।

গঙ্গা নদীর পানি ভাগাভাগি নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে চুক্তি থাকায় জাতিসংঘের ১৯৯৭ সালের নদী বিষযক কনভেনশন ঐ চুক্তিকে অগ্রাধিকার দেবে। তাই আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে, ফারাক্কা ব্যারাজের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে এখন আর কিছু করার নেই। কিন্তু তা নয়। ভারত ইতোমধ্যে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদ এবং এদের উপনদীগুলোর উপর অনেক ড্যাম ও ব্যারাজ নির্মাণ করেছে এবং অনেকগুলো করে চলছে। এই ড্যামগুলো নদীর পানি আটকে রাখছে এবং ব্যারাজগুলো পানি প্রত্যাহার করছে বা নদীর প্রবাহের একটা বড় অংশ সরিয়ে অন্য দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যার ফলে বাংলাদেশের জনগণ ও এর অর্থনীতি বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই ধরনের ক্ষতির বিষয়ে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক নদী কনভেনশন ১৯৯৭ তার ৭.২ ধারায় বলছে, '2. Where significant harm nevertheless is caused to another watercourse State, the States whose use causes such harm shall, in the absence of agreement to such use, take all appropriate measures, having due regard for the provisions of articles 5 and 6, in consultation with the affected State, to eliminate or mitigate such harm and, where appropriate, to discuss the question of compensation.'

ফারাক্কা ব্যারাজ চালু করার মাধ্যমে বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চল ও বাংলাদেশের মোহনায় যে ক্ষতি হয়েছে ও হচ্ছে, বাংলাদেশের অধিকার রয়েছে তার ক্ষতিপূরণ চাওয়ার। সিকিমে নির্মিত তিস্তার ড্যামগুলো এই ক্ষতি বাড়িয়ে চলছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক নদীগুলোর শীতকালীন প্রবাহ কমে যাওয়ায় বাংলাদেশে ফসল উৎপাদন কমেছে, নদীতে মাছ নেই, সেচ খরচ বেড়েছে এবং মোহনায় ইলিশ, চিংড়ি ও অন্যান্য মাছের প্রজনন ব্যাহত হয়েছে। এছাড়া মানুষের খাদ্যশৃঙ্খলে বিপর্যয় এনেছে এবং ভূমিজ ও জলজ অনেক প্রাণীর বসবাস এলাকা উজাড় হয়েছে। এই ক্ষতিগুলো অর্থের হিসাবে ধরে ভারত-বাংলাদেশ

দ্বিপাক্ষিক আলোচনার টেবিলে আসা দরকার। ভারত সব সময় বলে আসছে, 'বাংলাদেশের কোনো ক্ষতি করা হবে না', কিন্তু ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে ও ক্ষতি করা চলছে।

ভারত অভিন্ন নদীগুলোর উপর কেবল ড্যামই নির্মাণ করছে না, সে আন্তনদী সংযোগ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে, যার মাধ্যমে পূর্বাঞ্চলের নদীগুলোর অববাহিকা থেকে বিপুল পরিমাণ জলরাশি পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের নদীগুলোর অববাহিকায় নিয়ে যাওয়া হবে। এই প্রকল্পটি প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং এই প্রকল্প বঙ্গীয় সমতলে ধ্বংসযজ্ঞ বয়ে আনবে। এই প্রকল্পের অধীনে ইতোমধ্যে নির্মিত গজলডোবা ব্যারাজ ও তিস্তা-মহানন্দা সংযোগ খালের মাধ্যমে ভারত তিস্তার শীতকালীন সমুদয় জলরাশি সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কনভেনশনের ধারা ১১ বলছে, 'Watercourse States shall exchange information and consult each other and, if necessary, negotiate on the possible effects of planned measures on the condition of an international watercourse.' এই ধরনের প্রয়োজনে আমাদের একটি যৌথ নদী কমিশন আছে, কিন্তু ভারতের আধিপত্যবাদী মনোভাবের কাছে এই কমিশন কার্যকর হতে পারছে না। অথচ জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক নদী কনভেনশন ১৯৯৭ অনুযায়ী ভারতের প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং ভয়ানকভাবে ক্ষতিকর এই প্রকল্পগুলোর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করার সুযোগ আছে।

একটি নদীর অববাহিকায় হাজার হাজার বছর ধরে যারা বাস করছে তাদের ঐ নদীর প্রবাহের উপর ঐতিহাসিক অধিকার আছে। কিন্তু সরকারগুলো অনেক সময় উন্নয়নের নামে বা অন্যত্র কোনো জনগোষ্ঠীকে সুবিধা দেবার নামে নদীর প্রবাহের উপর হস্তক্ষেপ করে, যার ফলে ঐ প্রবাহের উপর যাদের ঐতিহাসিক অধিকার আছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কনভেনশনটির ১২ ধারা বলছে, 'Before a watercourse State implements or permits the implementation of planned measures which may have a significant adverse effect upon other watercourse States, it shall provide those States with timely notification thereof. Such notification shall be accompanied by available technical data and information, including the results of any environmental impact assessment, in order to enable the notified States to evaluate the possible effects of the planned measures.'

আন্তর্জাতিক নদী কনভেনশনের ৩৩ ধারা পানি ব্যবহার নিয়ে দুই বা ততোধিক দেশের বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে বলছে, 1. In the event of a dispute between two or more Parties concerning the interpretation or application of the present Convention, the Parties concerned shall, in the absence of an applicable agreement between them, seek a settlement of the dispute by peaceful means in accordance with the following provisions. 2. If the Parties concerned cannot reach agreement by negotiation requested by one of them, they may jointly seek the good offices of, or request mediation or conciliation by, a third party, or make use, as appropriate, of any joint watercourse institutions that may have been established by them or agree to submit the dispute to arbitration or to the International Court of Justice.

এই ক্ষতিগুলো অর্থের হিসাবে ধরে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক আলোচনার টেবিলে আসা দরকার। ভারত সব সময় বলে আসছে, 'বাংলাদেশের কোনো ক্ষতি করা হবে না', কিন্তু ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে ও ক্ষতি করা চলছে।

জাতিসংঘের ১৯৯৭ সালের নদী কনভেনশন তাই ভারতের আন্তনদী সংযোগ প্রকল্পের সম্পূর্ণ বিরোধী। ঐ প্রকল্প এক নদীর অববাহিকা থেকে পানি সরিয়ে অন্য নদীর অববাহিকায় নিতে চায়; পূর্ব ভারতের হাজার হাজার বছর ধরে জলবিধৌত এলাকাকে মরুভূমি করে পশ্চিম ভারতের মরুভূমি এলাকা সবুজ শ্যামল করতে চায়। তাই ভারতের সাথে ৫৪টি অভিন্ন নদীর পানি ব্যবহার নিয়ে বাংলাদেশের সামনে অনেক কঠিন সময় আছে। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক নদী কনভেনশন ১৯৯৭ নদী অববাহিকার দেশসমূহের জনগণের নদীর ঐতিহাসিক প্রবাহের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। তাই এ কনভেনশনটি তিস্তাসহ সকল অভিন্ন নদীর পানির উপর অধিকার স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আমরা ভারতের নতুন সরকারের সাথে তিস্তার পানি ব্যবহার নিয়ে কোনো 'লোক দেখানো চুক্তি' চাই না। আমরা চাই, তিস্তার পানিচুক্তি সম্পাদনকালে ভারত ও বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৯৯৭ সালের নদী কনভেনশনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে।

প্রকৌশলী ম. ইনামুল হক, পানি বিশেষজ্ঞ।
ইমেইলঃ minamul@gmail.com